اَلتَّنَازُعُ তথা মতবিরোধের সূচনাঃ মতামতের কারণে সাংঘর্ষিকতার ফলে মুসলমানের মাঝে বিরোধ বা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তাঁদের মধ্যকার এ বিরোধের ফলে তাঁরা একে অপরকে,পরস্পর পরস্পরকে গালাগালি করে থকে, একে অপরকে ঘৃনার চোখে দেখে থাকে। এমনকি শেষ পর্যায়ে মারামারি-খুনখারাবিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এ অবস্থাটা কিন্তু মোটেই ভাল নিদর্শন নহে বরং এ ঘৃন্য কর্মের ফলে উপরে বর্ণিত সৎ কর্মগুলো করা সত্বেও তারা শেষ পর্যন্ত জাহান্নামেই প্রবেশ করে ফেলবে। তখন কিন্তু তাদের সৎ কর্মগুলো তাদেরকে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ লাভের কোন উপকারে আসবেনা। বরং তাদের উক্ত সৎ কর্মগুলো কুলুর বলদের মত অবস্থা হবে যে, খাটুনি খেটেও আখেরাতে মায়নি তথা পুরস্কার পাওয়া যাবেনা। আর দুনিয়াতে নিজেদের প্রভাব-পত্তি,শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে।

যেমন- আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেন----------

"وَلاَتَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا اِنّ اللهَ مَعَ الصّابِرِيْنَ" -

অর্থঃ-"তোমরা পরস্পর বিরোধ করো না, তা হলে তোমরা ব্যর্থ হয়ে যাবে,তোমাদের প্রভাব-পত্তি,শক্তি ধ্বংস হয়ে যাব "। (এ অবস্থা হতে পরিত্রাণ পেতে হলে নিজের মত প্রত্যাখান করে অন্যের মত গ্রহনে) ধৈর্য ধারন কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা (এ অবস্থাতে) ধৈর্য ধারনকারীদের সাথে আছেন",ছূরা আল আনফাল, আয়াত নং-৪৬।

এখন ভেবে চিন্তা করে দেখুন, আমরা পবিত্র কুরআনের এ আয়াত খানা মেনেছি কিনা ? ।

উপরোল্লিখিত আয়াতে কারিমাতে নিন্দনীয় মতবিরোধ থেকে বেঁচে থাকার বা দূরে থাকার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা মুমিন-মুসলিমগণকে সতর্ক করেছেন। এখন আমরা এখানে নিন্দনীয় মতবিরোধ এবং প্রশংসনীয় মতপার্থক্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব।

اَلتَّنَازُعُ তথা মতবিরোধ এর সংজ্ঞাঃ

"নিজ ধারণা প্রসূত নিজস্ব মত ও পছন্দের উপর সুদৃঢ়,অটল ও অনমনীয় থেকে অন্য মানুষের মত ও পছন্দের বিরোধিতা করার নামই" اَلتَّنَازُعُ তথা মতবিরোধ ।

اَلتَّنَازُعُ তথা মতবিরোধের উৎপত্তি ও কারনঃ

ক. যে কোন বিষয়ে কোন মুসলিম মানুষের মত পার্থক্যের কারনে নিজের মতকে অন্য কোন মুসলিম মানুষের মতের উপর প্রাধান্য দেওয়ার মাধ্যমে।

খ. নিজের মতকে উত্তম মনে করে অন্য কোন মুসলিম মানুষের মতকে নিকৃষ্ট মনে করার মাধ্যমে।

গ. নিজের মতকে অধিক পছন্দ মনে করে অন্য কোন মুসলিম মানুষের মতকে ঘৃনার চোখে দেখা ও অশুদ্ধ মনে করার মাধ্যমে বা ভুল ও অশুদ্ধ প্রমাণিত করার চেষ্টার মাধ্যমে।

ঘ.কতগুলো মুসলিম মানুষ কোন এক মুসলিম মানুষের মতকে উত্তম মনে করে যৌথভাবে আঁকড়ে ধরার মাধ্যমে অথবা অন্য এক মুসলিম মানুষের মতকে নিকৃষ্ট ও নিম্ন মানের মনে করে উহাকে খন্ডন করার চেষ্টা করার মাধ্যমে অথবা অন্য কোন মুসলিম মানুষের মতকে অবমূল্যায়ণের মাধ্যমে এবং অন্য কোন মুসলিম মানুষের মতকে মূল্যয়ণ না করে উহার বিরোধিতা করার মাধ্যমে মতবিরোধের উৎপত্তি ঘটে।

اَلتَّنَازُعُ তথা মতবিরোধ থেকে বাঁচার উপায়ঃ কোন এক মুসলিম মানুষ নিজের জ্ঞানের দৈণ্যতা স্বীকার করে অন্য মুসলিম মানুষের জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেয়া হচ্ছে মতবিরোধ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায়।

اَلتَّنَازُعُ তথা মতবিরোধের ফলাফলঃ

এ নিকৃষ্ট ও হীন মতবিরোধের ফলে পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফ গবেষণালব্ধ জ্ঞান বিবর্জিত

হয় এবং বিভিন্ন উত্তম উৎস থেকে প্রাপ্ত বা অর্জিত জ্ঞান বিনষ্ট হয়ে যায়।

সিদ্ধান্তঃ اَلتَّنَازُعُ তথা মতবিরোধ ইসলামি শরীয়তে হারাম অথবা মতবিরোধের কারনে এরূপ নিকৃষ্ট, হীন আচরণ ও অবস্থানসমূহে জড়িয়ে পড়া ইসলামি শরীয়তে হারাম।

اَلْاِخْتِلَافُ তথা মতপার্থক্য এর সংজ্ঞাঃ

কোন কিছুকে "ফরজ বা হারাম" নামে নাম করনের অধিকার একমাত্র মহান আল্লাহ তাআ'লার এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামারই রয়েছে। তাই কোন কিছুকে গ্রহণ ও বর্জন করার জন্য "ফরজ ও হারাম" নামে নাম করনের অধিকার কোন মুসলিম মানুষের নাই। যেমন উদাহরন স্বরূপ দুটি বিষয়-(১) মহিলাদেরকে পর্দায় না রাখা (২) মদ্যপান করা। এ দুটি বিষয়ই প্রাচীন আরবসহ প্রায় বিশ্বের সকল দেশেই অবাধে প্রচলন ছিল। অর্থাৎ মহিলাদেরকে কেহই পর্দায় রাখতনা এবং সকলেই স্বাভাবিকভাবেই মদ্য পান করত। কারন উপরোক্ত দুটি বিষয়ই আইয়্যামে জাহিলিয়্যাতে অনুমোদন ছিল।

প্রশ্ন হচ্ছে , মহিলাদেরকে পর্দায় রাখা ফরজ এবং মদ্যপান হারাম হিসেবে নাম করন, সংজ্ঞা প্রদান, অবস্থান নিরূপন ও প্রয়োগক্ষেত্র নির্ধারণ কে করবে? মহান আল্লাহ তাআ'লা না মুসলিম মানুষ ? উত্তর এ যে, আইয়্যামে জাহিলিয়্যাতে উক্ত দুটি বিষয় সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান না থাকায় উক্ত দুটি বিষয় ভোগ করার জন্য অনুমোদন ছিল। কিন্তু মহান আল্লাহ অসীম দয়াশীল বিধায় মানব কল্যাণের জন্য মহিলাদেরকে পর্দায় রাখা ফরজ ও মদ্যপান করা হারাম নাম করন করেছেন। পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে কোন বিষয় সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্পষ্টভাবে সুনির্দিষ্ট কোন আদেশ-নিষেধ না থাকলে কোন মুসলিম মানুষ কর্তৃক উক্ত বিষয়ের উপর "ফরজ বা "হারাম" নামে কোন শব্দ প্রয়োগ করা কুফুরীর নিদর্শন। কারন, এতে করে সে মহান আল্লাহ তাআ'লার এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার অধিকারে হস্তক্ষেপ করেছে।

ওয়াজিব,সুন্নাত, মোস্তাহাব,জায়িয এবং মুবাহ ও নফল নামে নাম করন, সংজ্ঞা প্রদান, অবস্থান নিরূপন ও প্রয়োগক্ষেত্র নির্ধারণ করনের ইখতিয়ার বা স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাঃ

কোন কিছুকে ওয়াজিব,সুন্নাত, মোস্তাহাব,জায়িয এবং মুবাহ ও নফল নামে নাম করন, সংজ্ঞা প্রদান, অবস্থান নিরূপন ও প্রয়োগক্ষেত্র নির্ধারণ করনের ইখতিয়ার বা স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা মুসলিম মানুষের মুক্ত বিবেক-বুদ্ধি ও জ্ঞানের উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

ফলে মুসলিম উলামাকেরামগণ পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের উপর গভীর গবেষণা করে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার জীবদ্দশায় সম্পাদিত তাঁর দৈনন্দিন কাজ-কর্ম,চালচলন ও কথাবার্তার গুরুত্ব বিবেচনার উপর ভিত্তি করে শরীয়তের উপরোক্ত বিষয়গুলোর নাম করন, সংজ্ঞা প্রদান, অবস্থান নিরূপন ও প্রয়োগক্ষেত্র নির্ধারণ করবেন। ওয়াজিব,সুন্নাত, ,মোস্তাহাব,জায়িয এবং মুবাহ ও নফল নামে নাম করন, সংজ্ঞা প্রদান, অবস্থান নিরূপন ও প্রয়োগক্ষেত্র নির্ধারণ করনের ইখতিয়ার বা স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা মুসলিম মানুষের বা মুসলিম উলামাকেরামগণের মুক্ত বিবেক-বুদ্ধি ও জ্ঞানের উপর ছেড়ে দেয়ায় উপরোক্ত বিষয়সমূহে বিভিন্ন মুসলিম উলামাকেরামগণ, জ্ঞানীগুণী, মুসলিম মনীষীর মত প্রকাশে পরস্পর পরস্পরের মধ্যে ভিন্নতা দেখা দেয়। এ কেই اَلْاِخْتِلَافُ তথা মতপার্থক্যতা বলে।

একটি বাস্তব উদাহরন উপস্থাপনের মাধ্যমে বিষয়টিকে পরিস্কার করে বর্ণনা করতে চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা। যেমন- বিতর নামাজ আদায় করা প্রসঙ্গে বিভিন্ন উলামাকেরাম বিভিন্ন মত প্রদান করেছেন। কারো মতে বিতর নামাজ ওয়াজিব,করো মতে সুন্নাত, আবার কারো মতে মোস্তাহাব বা নফল। যেমন- হজরত আবু হানিফা (রাঃ) এর মতে বিতর নামাজ ওয়াজিব, হজরত ইমাম মালিক, ইমাম শাফী'ও ইমাম আহমদ এর মতে বিতর নামাজ সুন্নাত আর আহলুল হাদিসগনের মতে বিতর নামাজ মোস্তাহাব বা নফল।

اَلْاِخْتِلَافُ তথা মতপার্থক্যের কারন ও উৎপত্তিঃ

পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে কোন বিষয়ে সুনির্দিষ্ট "ফরজ" ঘোষণা না থাকায় উক্ত বিষয়ে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার জীবদ্দশায় সম্পাদিত দৈনন্দিন আমলের গুরুত্ব বিবেচনার উপর ভিত্তি করে ধর্মীয় জ্ঞানে পরিপক্ক, দূরদর্শী উলামাকেরামগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায়-মতামত তাঁদের থেকে বিভিন্ন মত প্রকাশ পেয়েছে। এরকমভাবে অনেক ব্যাপারেই উলামাকেরামগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে এবং কোন বিষয়ে সুনির্দিষ্ট "ফরজ" ঘোষণা না থাকলে কিয়ামত অবধি আসন্ন উলামাকেরামগণের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মত প্রকাশে এরকম ভিন্নতা বা মতপার্থক্যতা থাকবে।

اَلْاِخْتِلَافُ তথা মতপার্থক্যের বেলায় করনীয়ঃ

ক. মতপার্থক্যের অবস্থায় নিজের মত পরিত্যাগ করে অন্যের মতামত গ্রহনে সহনশীলতা বা উদারতা প্রদর্শন করা।

যেমন- আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেন-" وَاصْبِرُوْا اِنَّ اللهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ " অর্থঃ-"এবং (মতপার্থক্যের বেলায় নিজের মতের উপর অন্যের মতের প্রাধান্যতা প্রদানে) ধৈর্য ধারন কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ এরূপ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন", আনফাল,৪৬-আয়াত)।

খ. কোন বিষয়ে দুই জন মুসলিম আলিম মনীষী দু রকম মত প্রকাশ করলে একজনের মতপার্থক্যতা অন্য জনের জন্য মানা জরুরী নহে। এ রকম মতপার্থক্যের বেলায় প্রত্যেক আলিম বা জ্ঞানী ব্যাক্তি তার নিজস্ব মতই অবলম্বন করবেন।

গ. যিনি ধর্মীয় জ্ঞানে পরিপক্ক নহেন তিনি একাধিক বা বিভিন্ন আলিম বা জ্ঞানী-গুনী ব্যাক্তিদের মধ্য থেকে যার মতামত তার অনুকুল হয়, পছন্দ হয় বা সহজ বলে মনে হয় তিনি তার মতই গ্রহণ করবেন বা তার মতেই চলবেন। এ ব্যাপারে কেউ কাউকে বাধা দিবেনা।

اَلْاِخْتِلَافُ " তথা মতপার্থক্যতা নিষেধ না হওয়ার কারনঃ

মতপার্থক্যতা মানুষের স্বভাবজাত ও সহজাত বিষয়। এটা আপনা-আপনি তৈরী হয়ে যায়। পৃথিবীতে অসংখ্য মানুষ রয়েছে। এ অসংখ্য মানুষের বিবেক-বুদ্ধি এবং জ্ঞানও বিভিন্ন। কোন একজন মানুষের বিবেক, বুদ্ধি ও জ্ঞান অন্য জনের বিবেক,বুদ্ধি ও জ্ঞানের সাথে কোন মিল নাই। কাজেই, দেখা যাচ্ছে ধর্মীয় বিষয়েই হউক অথবা ধর্মীয় কাজের বা বিষয়ের বাইরে যে কোন পার্থিব বিষয়েই হউক না কেন প্রত্যেক মানুষের বিবেক, বুদ্ধি ও জ্ঞানের স্তরের পার্থক্যের কারনেই পরস্পর পরস্পরের বিবেক, বুদ্ধি ও জ্ঞানের পার্থক্য হয়ে যায়। এ মতপার্থক্যতাকে কোন অবস্থাতেই কোন মানুষই দমন বা নিয়ন্ত্রন করতে পারে না। কারন এটা মানুষের সাধ্যের বাইরে। মতপার্থক্যতা মানুষের আয়ত্বের বাইরে হওয়ায় মহান আল্লাহ তাআ'লা তাঁর বান্দাদেরকে উহা থেকে বিরত থাকতে আদেশ করেন নি। এটা বান্দার প্রতি মহান আল্লাহ তাআ'লার বিশেষ দয়া ও মহা অনুগ্রহ।

যেমন- আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেনঃ-" لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا " (অর্থঃ-" তিনি (আল্লাহ তাআ'লা) কোন প্রানীকে তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না বা কষ্ট দেন না",সুরা -আল বাকারা-আয়াত নং-২৮৬)। অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ- " لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا " (অর্থঃ-"আমরা কাউকে তার সামর্থ্যরে চাইতে বেশী বোঝা দেই না" সুরা-আল আ'রাফ, আয়াত নং-৪২)। অন্য আর এক আয়াতে মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ- " وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ " (অর্থঃ- তিনি (আল্লাহ তাআ'লা) ধর্মীয় বিষয়ে তোমাদের উপর কোন অসুবিধা /কষ্ট-কাঠিন্য রাখেন নি", সুরা হজ্ব, আয়াত নং-.৭৮)।

ফলাফলঃ " اِخْتِلَاف" তথা মতপার্থক্যতার " ফলে নানাবিধ উন্নত জ্ঞানের উন্মেষ ঘটে বা নানাবিধ উন্নত জ্ঞানের উদয় হয় এবং পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের গবেষণা অব্যহত থাকে অন্যথায় পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের গবেষণা নিস্প্রভ ও মানুষের জ্ঞান সাধনা নিস্ক্রীয় হয়ে যেত। সিদ্ধান্তঃ اَلْاِخْتِلَافُ তথা মতপার্থক্যতা ইসলামি শরীয়তে জায়িয। যেমন-হাদিস শরীফে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ-

اِخْتِلَافُ اُمَّتِىْ رَحْمَةٌ " অর্থঃ- "আমার উম্মতের "اِخْتِلَاف" তথা মতপার্থক্যতা (আমার উম্মতের জন্য) করুণা স্বরূপ"।(সনদ নিয়ে কথা-বার্তা থাকলেও বিনা উত্তেজনায় জ্ঞাণ আহরনের উদ্দেশ্যে মতপার্থক্যতা ঘটলে এই হাদিস শরীফখানা জ্ঞানের উন্মেষ ঘটাতে অনুকুল হবে, নিন্দনীয় হবেনা ।)